Autumn 2020 Issue No. 1 Colour Theme: Blue

Grass Table

Your Global Mouthpiece in Asansol

Newsletter of

Banwarilal Bhalotia College

সম্পাদকীয়

পাশ্চাত্যে অপেরা সঙ্গীতের নিজস্ব ঋতু আছে! ক্রিসমাস উৎসবের সময় ছুটির আমেজে অপেরা সংগীতের পসরা নিয়ে সেজে ওঠে পেক্ষাগৃহগুলি! শুধু কি সেখানেই? সারা বিশ্বজুড়েই মনুষ্য সমাজ নেচে গেয়ে গল্প-কবিতা বলে ওঠে মূলতঃ ঋতু পরিবর্তনের সময়গুলোতে! এই সময়গুলি ভূপ্রকৃতি অনুযায়ী আলাদা আলাদা। গোলায় নতুন ফসল ওঠে বা বছরভর কাজের ফাঁকে অবকাশের সূচনা হয়, উৎসবের হাত ধরেই! অনুমান করা যেতেই পারে ভূপ্রকৃতির বিভিন্নতায় বিন্যস্ত এই উৎসব ক্ষণগুলি সচেতন মানুষের সামাজিক উদ্ভবের সাথেই অঙ্গাঙ্গী; ক্রমবিকাশমান। পরবর্তীতে প্রাকৃতিক মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উদযাপন গোষ্ঠী মানুষের ধর্মচেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে উৎসবগুলির বর্তমান প্রতিমা নির্মাণ হয়েছে।

এই বঙ্গদেশে শরৎ প্রকৃতি এক বিচিত্র খুশির পরশ নিয়ে আসে; নদীমাতৃক দেশে বৃষ্টিকালীন বন্যার দুর্গতি অন্তে পলি ফেলে যাওয়া মাটিতে উপ্ত থাকে উর্বরতার আগমনী গান, স্বাচ্ছন্দ্যের হাতছানি ভেসে আসে মেঘমুক্ত নীল আকাশ থেকে। ধর্মীয় উৎসবের মাধ্যমে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ তার প্রাণে খুশির এই প্রকৃতি প্রদত্ত তুফানকেই ধরতে চেয়েছে। তার বহুধা বিস্তৃত সৃজনী প্রতিভা দিয়ে যেন সে বহিঃপ্রকৃতির সৃষ্টিকার্যের দোসর হতে চেয়েছে! চার্চের দেওয়ালের অঙ্কন, ফ্রেস্কো তার ক্যারল সংগীত, থেকে আমাদের দেশের সুফি ঘরানার সংগীত বা শারদোৎসব উপলক্ষে বাংলা জোড়া গ্রাম গ্রামান্তরের মন্ডপে মন্ডপে লৌকিক শিল্পের যে পসরা দেখা যায়,তা সে হস্তশিল্পেই হোক বা তার হরবোলা, বাউল - ফকির গানে; প্রস্তুত করে অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির এক অনবদ্য যোগচিহ্ন! সাম্প্রতিক ইতিহাসে

মুদ্রণ শিল্পের প্রবর্তনের সাথে সাথে এই ঋতু হয়ে দাঁড়িয়েছে সাহিত্যেরও, তার শারদ সংখ্যায় বা পূজাবার্ষিকীর সমারোহে! এই বছর দুই বাংলা মিলিয়ে প্রায় একশত শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে! আমাদের Grass Table এর সূচনাও হলো autumn issue বা শারদ সংখ্যা দিয়েই! অতিমারীর কারণে সর্বজনীন ভিড়ভাট্টা থেকে এবছর যদি দূরে থাকতে হয়ই, তাহলে শারদ সংখ্যাগুলির সাহচর্য নিয়ে পাঠ পরিক্রমার উপযুক্ত বিকল্প খুব কমই হয়!

Grass Table এ আমাদের লক্ষ্য হলো মতামত সম্বলিত ক্ষুদ্র ধরণের আর্টিকল এবং সৃষ্টিকর্মের একটি মঞ্চ তৈরী করা! পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতে ক্লান্ত আপনি, টেবিলে মাথা রেখেই ক্ষনিকের জন্যে হয়তো তন্দ্রামগ্ন! সেই তন্দ্রামধ্যে কি শুনতে পেলেন হারিয়ে যাওয়া অতীতের পদধ্বনি; চটকা ভেঙে উঠে,যদি চাইছেন তখনই গল্প বা কবিতাচ্ছলে বেঁধে রাখতে সেই হারানো সময়-সুর; বা অবসরের মুহূর্তে 'নানা রঙের কান্না হাসির দিনগুলি' কি ভিড় জমাচ্ছে মনের মধ্যে; অনেকদিন পরে মনে হচ্ছে রং তুলি নিয়ে বসি! আসুন, বসুন গ্রাস টেবিলে! আপনি কি সিরিয়াস একাডেমিক, ল্যাপটপ খুলে চিন্তামগ্ন, পাশে কফির কাপে কফি জুড়িয়ে জল; জার্নালে লেখা পাঠানোর ডেডলাইন এগিয়ে আসছে যে! ওদিকে মূল লেখার আশে পাশেই শাখা প্রশাখা বিস্তার করছে সমান্তরাল চিন্তাসূত্র যা এখনও দানা বাঁধেনি, ওই সদ্য ফুটি ফুটি চিন্তা কুঁড়িটি আপনি গ্রাস টেবিলে রাখুন! আপনার মতামত (interpretations, impressions, opinion and perspective of a given issue) গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী যেকোন চিন্তাভাবনা (introducing current trends/ developments and its impact, practicality and process) সামাজিক একাডেমিক জীবনে এমন কিছু যা দ্রুত মনোযোগ দাবি করে (Highlighting the issues/research areas that need quick attention) বা পড়ুয়াজগতের যোগাযোগ ব্যবস্থার (scholarly communication) উন্নতি সাধন করতে পারে এমন প্রয়োগপদ্ধতি ইত্যাদি যেকোন বিষয়ে হিউম্যানিটিজ, সোশ্যাল সাইন্স, সাইন্স বা টেকনোলজির দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যূন ৫০০ শব্দে আপনি মতামত রাখতে পারেন গ্রাস টেবিলে। ধরা যাক, আপনি ফটোগ্রাফি চর্চা করেন; নাগরিক জীবন বা দিকশূন্যপুরের, মানুষ বা না-মানুষের, প্রাকৃতিক, সামাজিক মুহূর্ত-স্মৃতি আপনার চার চৌকো ফ্রেমে বন্দী! আমরা চাইবো, আপনার ছবি,

রূপকথা বলে উঠুক গ্রাস টেবিলে এসে! এই পর্যন্ত পড়ে কি আপনি একটু থমকালেন! মনে ঘনিয়ে উঠলো বিতর্কের মেঘ; মনে হচ্ছে কি, হটাৎ 'রূপকথা' কেন; 'যেখানে শুধুই রাজপুত্রের জয়গান, রাজকন্যের কোনো কথা নেই'; এমনটা তো হতেই পারতো 'রাজকন্যা, রাজপুত্রের অপেক্ষায় না থেকে, মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছে! আলাপ হলো গিয়ে তার কৃষক সন্তানের সাথে, কি মজাই না হতো তা'হলে !' কিন্তু 'ছোটবেলা থেকেই রূপকথাগুলি যেন কেবলই গতে বাঁধা জীবন শেখায়, বহুত্ববাদে বিশ্বাস বাড়ায় না তো!' অনেকদিন হলো সহকর্মীদের পারস্পরিক দেখা সাক্ষাত হয় না! চায়ের বা কফির কাপের তর্ক-বিতর্কগুলো জমছে না! সমস্যা কি! চলে এসেছে 'Grass Table'! বহুস্বর এসে জমা হোক, 'গ্রাস টেবিলে', ভোরের শিশির যেমন শরৎ ঘাসের ওপর।

'ডেড পোয়েটস সোসাইটি' সিনেমায় জন কিটিং চরিত্রে অভিনয়রত রবিন উইলিয়ামস যেমন উদ্ধৃত করেছিলেন, 'Carpe diem' বা seize the day একইভাবে আমরা বলতে চাইছি seize the moment with your reflection on Grass Table। এই নিউজলেটার আপনারই জন্যে, একান্তই আপনার হয়ে উঠতে চাওয়া মুখপত্র।

আসন্ন উৎসবের ঋতুতে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই; সুস্থ থাকুন, সুরক্ষিত থাকুন, আনন্দে থাকুন।

Covid-19 : A Brief Overview

Dr. Amitava Basu

Principal
Banwarilal Bhalotia College,
Asansol

The outbreak of covid-19 in recent times is a great setback for the whole world. This virus has brought the developed and developing countries under the same bracket. Scientists all over the world are trying to find vaccines for this virus. Governments at their level have resorted to lockdown to prevent this spurt of virus to save lives. The other side of the story is that due to lockdown many people lost their livelihood, which has brought them on the brink of starvation. The economies of the world are shattered as a consequence of lockdown. Vaccines may be developed but the impact of Covid-19 on the economy and the resultant unemployment will pose another challenge in the aftermath of Covid-19. Its all-round repercussions have been much discussed everywhere. However,

every cloud has a silver lining. On the positive side, pollution levels have reduced considerably. People have learnt to do their own work and we have learnt to be concerned for not only our family but also neighbours, colleagues and humanity as a whole. We have also learnt the lesson of sanitation and personal hygiene. We have learnt to dole out part of our earnings for the economically distressed. We have got lesson which will no doubt, make us a better human being.

On the economic front, people may have lost their jobs but new avenues of new kind of jobs will also crop up in the aftermath of covid-19. Many companies have shifted their base from China and we can well hope that they may shift to India. Already we have a very good demographic profile which we can use to our best advantage. In the education sector, online education has been quite effective and many new web based virtual platforms have opened up to cater to the needs of the student community. More and more people are understanding the need to be adept in technology. Already during this time of pandemic, we have understood that technology is the only solution for providing education in this time of crisis, where offline education is not possible. However, in India still many do not have access to technology due to the problem of remote location or economic paucity. The Government should make the technology accessible to all and for this more funds should be spent on education. The goal of Digital India will remain elusive unless the constitutional commitments of ensuring quality education for all, are fulfilled. Without doubt, there has been a massive proliferation of computing devices and internet connections in India since low-cost digital devices and cheap internet flooded the Indian market. Yet, it significantly differs from what we need for digital India, that is, computing ability.

We need to understand the subtle difference between the ability to forward messages on WhatsApp and to fill out an online application form, with documents attached, through a digital device. The latter entails a set of technical skills, such as installing apps, browsing websites, scanning documents, and successfully attaching documents of required size and resolution.

Covid-19 has also brought into focus the lacuna in the health sector. We should definitely learn our lesson from it and prepare ourselves in such a way that if in the future any such calamity strikes us, we should be able to thwart it with all the resources at our disposal. The Governments will not only have to frame right policies but good governance will be needed at all levels to implement those policies to bring the economies on track and give the citizens a decent life where they can survive not on charity but by earning their livelihood.

Dr. Amitava Basu

The Fall versus The Rise

Dr. Arundhati Chatterjee

Ex-Associate Professor,
Department of English
Banwarilal Bhalotia College,
Asansol

Autumn is the season of transition from summer to winter, a season of rain and sunshine, a season of vibrant greenery melting into glowing twilight and sunset, a season when gracefully swaying, white and sparkling 'Kaash' flowers welcome the patches of sailing clouds in the blue sky, the season of our 'big' Puja. Leaving aside all engagements we strive to indulge in its 'mellow fruitfulness', we enjoy the autumnal sunshine moving out of our hearths and homes, energy, hope and expectation filling our hearts. And we definitely agree with John Donne:

"No spring nor summer beauty hath such grace,
*As I have seen in one autumnal face."**

However the present 'autumnal face' seems macabre as fear of infection and death has infiltrated the hearts of people. The transition is now from vibrant, busy, stable, expectant, confident, buoyant, mechanised lifestyle to an isolated, homebound, uncertain, morose life retarding progress in almost all spheres of life. It is always human life at stake where discrepancy

and pandemic in such large scale have permeated the earth. All smiles, laughter, affection, intimacy seem enveloped in the four corners of the mask.

Americans call Autumn the season of 'Fall'. In this year (2020), spring and summer, all at once, virtually collapsed into a literal 'Fall'. The pandemic of coronavirus has diseased and devastated mankind haunting almost every household, compelling people to remain confined, secluded, isolated, and mask bound. Nature and natural habitat revived and rejuvenated after man's negligence of the earth. Undisturbed by too much honking and screeching of vehicles, unhampered by human encroachment, animals and birds are making the best use of the vacant space, vacant gardens, hills and meadows and basking in the glory of peace and sunshine.

The pandemic has taken away innumerable lives, many have been left maimed, many homeless, many penniless. And yet life goes on. It is up to man to transform the 'Fall' into a 'Rise". Let us awake from slumber and notice that, as Friedrich Nietzche says, "Autumn is more the season of the soul than of nature." Let us realize how beautiful it is to let go of things, to rise above strife, money and power, uplifting ourselves in the echelons of love, harmony, peace and brotherhood. Let us 'Rise" above all delusion, for sunrise after the dusk is always welcome.

Autumn is the season of shedding of leaves. Let us, too, shed our disagreements and conflicts, let us find contentment at home and outside, by paying attention to what we already have. The transition ought to be from 'Fall' to 'Rise': rise of a new dawn, new relationship, new building-up of the infrastructure of education and economy.

Dr. Arundhati Chatterjee

* Poem: The Autumnal; Book: John Donne: The Complete Poetry and Selected Prose Editor: Charles M. Coffin, Pub. Modern Library, 2001 (First Pub. 1929)

আজকের শান্তিনিকেতন

ড. অরুণাভ সেনগুপ্ত

চিকিৎসক, সংস্কৃতিকর্মী

আমরা কেউ কেউ তাঁকে বুঝিইনি।আর কেউ কেউ তাঁকে বুঝেও বুঝতে চাইনি।তবে সবাই তাঁকে ব্যবহার করেছি --কুণ্ঠাহীন, দ্বিধাহীনভাবে।

তাঁর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও দর্শন ছিল এক উন্মুক্ত প্রান্তরে খোলা হাওয়ার মত।তাঁর শিক্ষাভাবনার দর্শনে ছিলনা কড়ি-বর্গা দেওয়ালের জায়গা।ভারতবর্ষ যেমন,তেমনই নিজের সৃষ্টির শিক্ষা-অঙ্গনেও চেয়েছিলেন মুক্তজ্ঞানের সেই অঙ্গন যেখানে প্রাচীর-বিচ্ছিন্নতা 'বসুধারে খন্ড ক্ষুদ্র করি' রাখবেনা।তিনি 'সব হতে আপন আমাদের শান্তিনিকেতন'-এ দেখছেন 'মোদের তরুমূলের মেলা,মোদের খোলা মাঠের খেলা'।

তিনি বরাবর প্রান্তিকতার অবস্থানকে ঋদ্ধ করে কেন্দ্রের সচ্ছলতার সাযুজ্যে আনতে চেয়েছেন।প্রান্তিক মানুষদের,চারপাশে ঘিরে থাকা গ্রামের মানুষদের শিক্ষায়, স্বাস্থ্যের,পরিচ্ছন্নতায় আর্থিক স্বয়ম্ভরতায় উত্তরণের পথ দেখাতে চেয়েছিলেন।এ ব্যাপারে আমাদের ভারতবর্ষে তিনি ছিলেন এক পথপ্রদর্শক।

এই ভাবনার প্রথম পর্বে তিনি নিজের জমিদারির অন্তর্গত শিলাইদহ ইত্যাদি অঞ্চলে গ্রামসমূহের উন্নতিতে

ব্যাপৃত হয়েছিলেন।

পরের পর্বে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন স্থাপন করেন সুরুল গ্রামের সিংহপরিবারের কুঠি খরিদ করে।সেখানে শুরু করেন হস্তশিল্পের বিকাশের,কৃষিগত বিদ্যাশিক্ষণের উদ্যোগ।ছেলে রথীন্দ্রনাথ ও জামাই নগেন্দ্রনাথকে এই উদ্দেশ্যেই কৃষিবিদ্যায় শিক্ষালাভের জন্য পাঠান বিদেশে।

১৩৪৬ সালের ভাদ্র মাসে তিনি শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সভায় বলেছিলেন--' .. আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারবনা।আমি কেবল জয় করব একটি বা দুটি ছোট গ্রাম।... আমি যদি কেবল দুটি-তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে,তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোট আদর্শ তৈরি হবে-- এই কথা তখন মনে জেগেছিল, এখনো সেই কথা মনে হচ্ছে।'(রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী,চতুর্দশ খন্ড,পৃ-৩৮০)

তাঁর যাপনের দর্শনে ছিল ছড়িয়ে বাঁচার আনন্দ ।সেই আনন্দ-বীজ তিনি রোপন করেছিলেন শান্তিনিকেতনের মাটিতে।সেই মাটিতে জলসিঞ্চনের দায় ছিল উত্তরাধিকারীদের।সেই দায় কি আমরা ঠিকঠাক পালন করতে পেরেছি?

রবীন্দ্রনাথ মেলার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন প্রাণের অনুভবে।ধর্ম বা লৌকিক অনুষঙ্গকে ছাপিয়ে মেলাকে দেখেছিলেন বৃহত্তর প্রেক্ষিতে--- মানুষে মানুষে, প্রাণে প্রাণে, কেন্দ্রে ও প্রান্তে মিলনের আয়োজনে।তাঁর লেখা 'জীবনস্মৃতি'-তে পাই--'আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল... ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম'।এখানেই তিনি প্রায় চৌদ্দ বছর বয়সে 'হিন্দুমেলার উপহার' নামে একটি কবিতা পাঠ করেন।১৮৭৫এর ২৫ ফেব্রুয়ারি দ্বিভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকায় স্বনামে প্রকাশিত এটিই তাঁর প্রথম কবিতা।

তাঁর জমিদারিত্বে শিলাইদহে ১৯০৫-এ হয়েছিল কাত্যায়নী মেলা,পরে রাজরাজেশ্বরী মেলা।

শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার ট্রাস্ট ডিড-এ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ধর্মভাব উদ্দীপনার জন্য ট্রাস্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার উদ্যোগ করিবেন।..' সেই অনুযায়ী ১৮৯৪ সালে ৭পৌষ শুরু হয় পৌষমেলা।এই মেলাকে সার্বজনীন রূপ দেওয়ার চেষ্টায় সফল হন রবীন্দ্রনাথ।বাংলা ১৩২৬ সনে শান্তিনিকেতন পত্রিকার প্রথম বর্ষের দশম সংখ্যায় ১৯১৯ সালের মেলার বর্ণনা--'দূরান্তর হইতে বহু লোকের সমাগম হয়।আশ্রমিকের

সহিত জনসাধারণের যাহাতে মিলন সাধিত হয় এ বৎসরের চেষ্টা করিবার সঙ্কল্প ছিল।...'।

১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন--'আমাদের দেশ প্রধানতঃ পল্লীবাসী।এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে,তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়।এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান।..'। (রবীন্দ্র রচনাবলী,বিশ্বভারতী, দ্বিতীয় খন্ড, আত্মশক্তি,পৃ-৬৩৯)

আজ,এই বছর থেকে সেই মেলা, শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা কি বন্ধ হতে চলেছে?

শুরুর কথায় ফিরে যাই।আসলে আমরা কেউ কেউ তাঁকে,তাঁর আদর্শকে বুঝিইনি।তাই অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই ছকবাঁধা পথে দেওয়ালে দেওয়ালে খোপবন্দী করে ফেলতে চেয়েছি বিশ্বভারতীকে। ডিগ্রিপ্রদানের মামুলি গতেধরা পথেই হাঁটাতে চেয়েছি তাকে।

আবার আমরা কেউ কেউ তাঁকে বুঝেও বুঝতে চাইনি।তাই শান্তিনিকেতন থেকে হারিয়ে যেতে থাকে মাটির সৌরভ। পৌষমেলায় কি জানি কোন্ বাধ্যবাধকতায় কোণঠাসা হয়ে থাকে গ্রামীণ শিল্প, হস্ত ও কুটিরশিল্পের আয়োজন।ব্যবসায়িক লেনদেনের সংস্কৃতি, নগরসংস্কৃতি, কর্পোরেট সংস্কৃতি আগ্রাসী ব্যাদনে গিলতে থাকে মেলাকে। ভোটব্যবসায় আর রাজনীতির চারণভূমি হতে থাকে শান্তিনিকেতন, শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা।

ড. অরুণাভ সেনগুপ্ত

প্রবাসে, দৈবের বশে :

শ্রী দীপাঞ্জন মৈত্র

ইংরেজী বিভাগ
স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক, বাফেলো
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মধুকবির কথা মনে পড়ছে অনেকেরই । অনেক ভারতীয় ছাত্রের মত আমিও গত ৫ বছর হল মার্কিন মুলুকে গবেষণারত, বিষয় আধুনিক সাহিত্য । গবেষণাপর্ব প্রায় চুকিয়ে এনেছি এমন সময় বোলতা এসে হুল ফুটিয়ে করোনাকালের সূচনা করল । দেশে ফেরার সম্ভাবনা এই মুহূর্তে ক্ষীণ (এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ বিমান শুধু দুর্লভই নয় , অতীব বিপজ্জনকও) ফলে গত ছ'মাসে মার্কিনীদের করোনা-মোকাবিলা দেখার সুযোগ হল। যখন এ লেখা লিখছি ততদিনে সংখ্যার বিচারে যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ভারত উঠে এসেছে, ব্রাজিলকে টপকে, ডোনাল্ড ট্রাম্প, মোদি ও বলসেনারোকে নিয়ে তৈরি বিবিধ "মিম "ও পুরোনো হতে চলল । গুণিজনে বলে থাকেন এমত ঘর বন্দী অবস্থায় বিশ্বসংসারে নানা জাগতিক সমস্যা খানিক নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখা যায়। এই ক'মাসে আমেরিকাকে যা চিনলাম তা ভুলবার নয়।

আজ, ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২০, আমেরিকায় করোনায় ভুগে মৃত মানুষের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষের কিছু বেশি। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিপুল ব্যয় , নানা চিকিৎসা প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির পরেও। এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের প্রকৃত

কারণ নিশ্চয়ই বিশ্লেষণ করবেন কোন ইতিহাসবিদ কিন্তু চোখের সামনে যা ঘটতে দেখলাম তা আশ্চর্য্যের। ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম করোনা রোগীর সন্ধান পাওয়া গেলেও, আমি যে রাজ্যে থাকি (নিউ ইয়র্ক স্টেট) , সেই রাজ্যে অন্তত কারোর মধ্যে তেমন বিকার লক্ষ্য করিনি। মার্চ মাসে গোড়ার দিকেও যথারীতি সেমিনার করতে অন্যান্য রাজ্যে উড়ে গেছি প্লেনে চেপে । তখনও যে শহরে থাকি (বাফেলো, নিউ ইয়র্ক) সেখানে রেস্তোরাঁ , বইয়ের দোকান, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল , সমস্তই খোলা, স্থানীয় ভারতীয় ছাত্রেরা ক্রিকেট খেলছেন হইহই করে। এখনও দেখতে পাচ্ছি মধ্য মার্চের এক দিনের কথা। স্থানীয় আইরিশ পাবে বেশ ধুমধাম করে পালন হচ্ছে তাদের প্রিয় উৎসব সেন্ট প্যাট্রিক'স ডে । চলছে খানাপিনা, কারও তেমন মনযোগ নেই তবুও পাশের শহরের কোন নাম-না-জানা আইরিশ ব্যান্ড আপন খেয়ালে কোন লোকগীতির সুর বাজিয়ে চলেছে। আর শুনতে পাচ্ছি আইরিশ সাহিত্যের যুগপুরুষ জেমস জয়েসের নামাঙ্কিত এক নতুন বিয়ার পান করতে করতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক আমায় বলছেন, "গড়পড়তা স্বাস্থ্যের মানুষের মনে হয় না তেমন চিন্তার কারণ রয়েছে,এত চিন্তা কোরো না, কুছ পরোয়া নেই !"

হায় , মা কি ছিলেন আর কি হইয়াছেন ! তার কয়েক দিনের মধ্যেই লকডাউন চালু, বন্ধ হলো স্কুল - কলেজ। যে অধ্যাপকের কথা বললাম, তিনি ইতিমধ্যেই স্বজন হারিয়েছেন করোনাতে। পাব- রেস্তোরাঁ , সেদিনের সংগীত মুখর সন্ধ্যা ,নেহাতই দিবাস্বপ্ন মনে হয়। আর রয়েছে মৃত্যুর মিছিল, কাতারে কাতারে মানুষ কর্মহীন , বেকার ভাতার দাবিতে রাস্তায়। কিন্তু তবুও মনে হয় এ দেশের মধ্যে দু'টি দেশ আছে। একদিকে দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীদের এককাট্টা হয়ে বিভিন্ন গবেষণাগারের মধ্যে প্রতিযোগিতা ভুলে এগিয়ে আসা , শতেক বুলেটিন, শতেক প্রতিষেধক নিয়ে নিরীক্ষা। অন্যদিকে আরেক গোষ্ঠী যাদের দেখা আমেরিকা ছাড়া অন্যত্র পাওয়া কিঞ্চিৎ মুশকিল। এঁদের অনেকে করোনা অতিমারী দূরে থাক কোন অসুখ বলেই মানতে চান না । একটা ঘটনা বলি।

কয়েকদিন আগে আমাদের বাড়ির ওপরের ফ্ল্যাটে দেখি বেশ উদ্দাম নৃত্য-কলা, সঙ্গে বিচিত্র সংগীত। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়ে দেখি কলেজ ছাত্রদের পার্টি। পার্টি, লোকসমাগম সম্পর্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কড়া নির্দেশ(আপনি বহিস্কৃতও হতে পারেন) মনে করাতে তাদের একজন যে অকাট্য যুক্তি দিলেন তা তর্জমা করলে দাঁড়ায় "কোভিড একটা মস্ত ধাপ্পা , ওতে বিশ্বাস করাতো মুর্খামির সামিল !" কিন্তু ওই যে প্রায় দু লক্ষ মানুষ মৃত?

“তাদের অন্য অসুখ ছিল !” ফিরে এলাম। ভাগ্যিস মুখোশ পরেছিলাম তাই দাঁত কিড়মিড়টা শুনতে পেলেন না ছাত্র মহোদয়।

আসলে, আমেরিকার রাজনীতির মতই এখানে বাস্তবতাও যেন দুভাগে বিভক্ত; কিছু মানুষ নিয়মিত খবর রাখেন, আর বাকিরা আশ্চর্য রকমের নির্বিকার বা মনে করেন করোনা কোন গভীর সরকারি বা রাজনৈতিক চক্রান্ত। সঙ্গে রয়েছে অন্ধ ধর্মবিশ্বাস যার ফলে বহু মানুষ অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন ঈশ্বর তাঁদের রক্ষা করবেন করোনা থেকে। সমাজতাত্ত্বিকরা বলবেন এর মূলে রয়েছে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়াগুলির প্রতি গভীর অবিশ্বাস। হয়ত সে কারণেই যুবসমাজের প্রতি ভোট প্রক্রিয়ার প্রতিও আস্থা কম। এই করোনাকাল এমন একটি জাতীয় বিপর্যয় যে এখন মার্কিন সমাজের সবচেয়ে অন্ধকার দিকগুলি সামনে আনছে। আফ্রিকান-আমেরিকানদের প্রতি বর্ণবিদ্বেষ ও বঞ্চনা মার্কিন ইতিহাসের শুধু এক কলঙ্কময় অধ্যায়ই নয়, অনেকে বলে থাকেন সমাজের মৌলিক অঙ্গ বললেই চলে। এই লেখা যখন লিখছি তখনই আরও একবার “ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার” (যা কিনা যুগের পর যুগ হয়ে চলা মার্কিন শ্বেতাঙ্গ পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন) তা আবারও দানা বাঁধছে, আজও কেন্টাকি প্রদেশের লুইভিল শহরে শ’য়ে-শ’য়ে মানুষ পথে নামছেন বিচারের আশায়। আর বছরশেষে মার্কিন রাজনীতির সবচাইতে বড় ঘটনা, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন তো আছেই ! কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে এবারের নির্বাচন উদার, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্য মরণ-বাঁচন লড়াই, কারণ সকলেই স্বীকার করবেন, ট্রাম্প মহাশয়ের রাজত্বকালে দেশে বর্ণবৈষম্য বেড়েছে আর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই অতিমারী মোকাবিলায় গগনচুম্বী অপদার্থতা।

তাই আমার রিসার্চ গাইড সেদিন বলছিলেন, কিভাবে যেন আমরা বিদেশী ছাত্রেরা অজান্তেই আমেরিকার সবচাইতে কঠিন, পরিবর্তনশীল একরকম ক্রান্তিকালের স্বাক্ষী হয়ে পড়েছি। শুনে আমি বললাম, স্বাক্ষী-সাবুদ নিকুচি করেছে, আপাতত জীব-তারাটি যেন না খুইয়ে দেশে ফিরতে, এ মিনতিই করি পদে !

শ্রী দীপাঞ্জন মৈত্র

Painting on the Wall

Sri Anupam Roy
De Montfort University, Leicester, UK

Title: BLUE 1
Size: 12” x 24”
Media: Mixed media on Canvas
Year: 2019

Title: BLUE 2 Size: 12” x 24” Media: Mixed media on Canvas Year: 2019

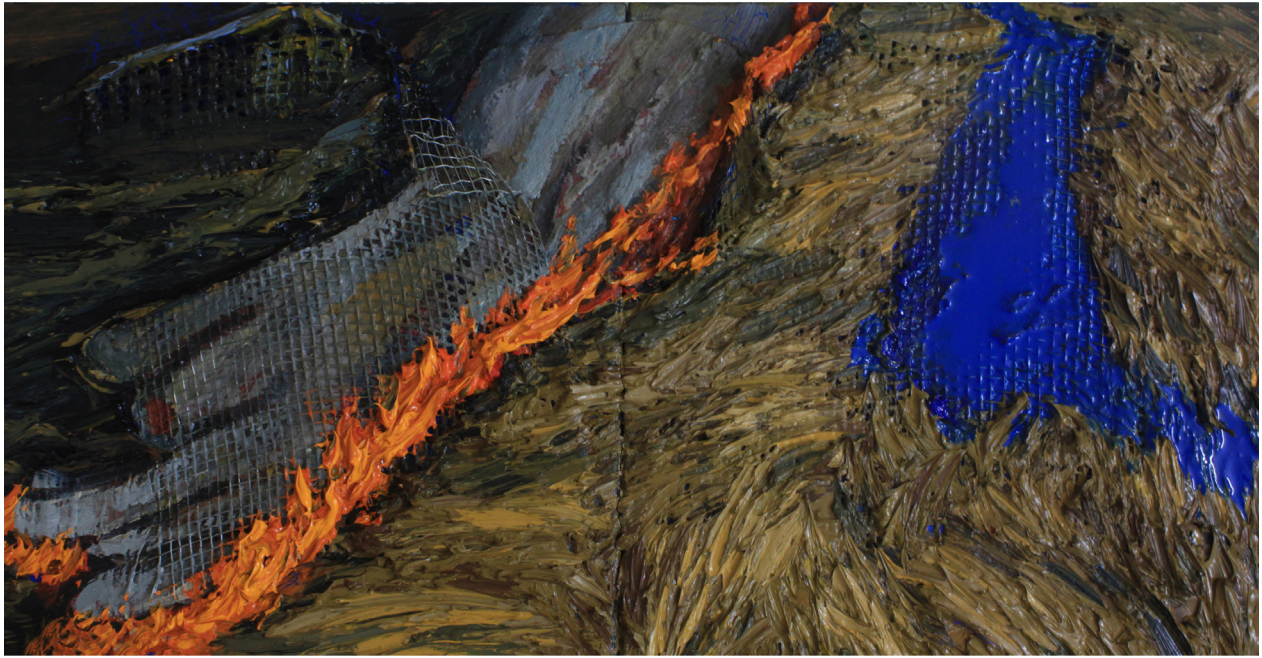

Title: BLUE 3 Size: 12” x 24” Media: Mixed media on Canvas Year: 2019

Poetic Licence

শিউলি ফুল ও কিছু এলোমেলো টুকরো কথা...

ড. সোমা চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপিকা,
বাংলা বিভাগ
বানওয়ারিলাল ভালোটিয়া কলেজ

--শরৎ বলতে তুমি কী বোঝো ?

--....এই ধরো নীল আকাশ, রোদ্দুর আর বৃষ্টির ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা... কিংবা কাশ ফুল!

--আর শিউলি? শিউলি বললে না তুমি ! শিউলি ছাড়া শরৎ হয় না কক্ষোনো!

---বলতাম তো ! শিউলি বলতাম ! তুমিই তো মাঝপথে থামিয়ে দিলে!

--বলতে ! ওহ ! জানো, ছোটবেলায় আমাদের বাড়ির সামনের মাঠে একটা শিউলি গাছ ছিল! শরৎ এলেই আমি ফ্রকের কোঁচড় ভরে শিউলি আনতাম ভোরে উঠে

----খুব ভোরে উঠতে বুঝি তুমি ছোট বেলায়?

--না, তবে খুব সকালে। স্কুলে যেতে হোতো...তোমার মনে আছে, মাঝে মাঝে তোমার পড়ার টেবিলে শিউলি রাখতাম আমি!

--হ্যাঁ, আমি তো জিজ্ঞেস করেছিলাম, কে এমন করে...

--কিন্তু তুমি তো জানতে বলো, চুপিচুপি কে শিউলি রেখে যায়! তাও তুমি

---আহা রাগ করে না! আমারও তো শুনতে ইচ্ছে করত! আমি তো তোমায় মনে মনে তখন থেকেই শিউলি ফুল বলে ডেকেছি!

---ডেকেছ বুঝি? বলোনি তো কক্ষনো!

----ও তো আমার নিজস্ব ডাক! মনে মনে তোমায় ডাকতাম, শিউলি ফুল...

----আমি শুনতে পেতুম। আর যখন আশ্বিনের নীল আকাশের ওপারে রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করতো, তোমার ঘরে থইথই করত দুপুর, আমি এসে দাঁড়াতাম... আর...

--আর কিচ্ছুটি বলতে না তুমি। আমিও অবশ্য কেজো কথার বাইরে বলিনি কিছু তোমায়...

---শুধু আমার হাত ছুঁয়ে চুপটি করে বসে থাকতে

---মনে মনে কথা বলতাম ভোর !

---ভোর বললে এখন আমায় ?

----ফুল বলতেও পারি, রোজ তোমায় কত নামেই তো ডাকি শিউলি ফুল!

---এখন আর শিউলি কুড়োই না, আমার বাড়ির আশেপাশে কোথাও শিউলি নেই জানো! আর এবছর তো...

---এবছর মারণ রোগ এসে সব বন্ধ করে দিলো। কবে যে আবার সব ঠিক হবে...

---তখন শিউলি ফোটা ফুরিয়ে যাবে।

--যাক না। তুমি তো আছ। তুমি দাঁড়ালেই গন্ধ পাবো ফুলের

---পুজো আসবে?

--পুজো আসবে।

---শরৎ আসবে?

--শরৎ আসবে।

---মহামারী কেটে যাবে ?

---মহামারী কেটে যাবে।

--আগামী শরতে, নীল আকাশের নীচে কাশের গুচ্ছ তুলে নিয়ে তোমার সঙ্গে নিরুদ্দেশে যাব তবে!

Local Academic News

B.B. College Distributes Food Materials to Tribal Families

B.B. College believes in awakening spirit of serving humanity in its stakeholders through various noble deeds. During the locked down, B.B. College extends its hands of empathy by providing necessary food items to the tribal people of Namo Jamdoba village.

B.B. College Joins the Corona Fight by Producing and Donating Sanitizers to Corona Fighters

B.B. College believes in reaching out to the community. As Principal Dr. Amitava Basu opines that the war against corona is not for the governments to wage alone but it is also the duty of the citizen to actively participate and bolster the morale of front line corona warriors. Keeping with this vision and under his able stewardship the department of Chemistry produces and donates 50 litres of sanitizers to police and health staff those who are toiling tirelessly in the streets and hospitals.

B.B. College Organized a One Day Limited Over Friendly Cricket Match Between Teachers and Guardians in the Month of February

B.B. College Observed International Women's Day with Two Day Program

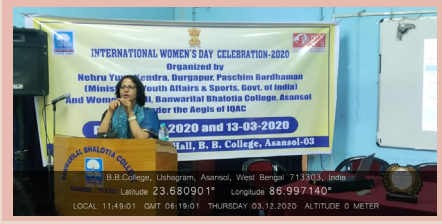

On the first day invited speeches was delivered on issues pertaining to women. This program was followed by debate competition. On the second day, women themed Kavya natya was performed.

B.B. College Inaugurates Online Portal for Remote Learning

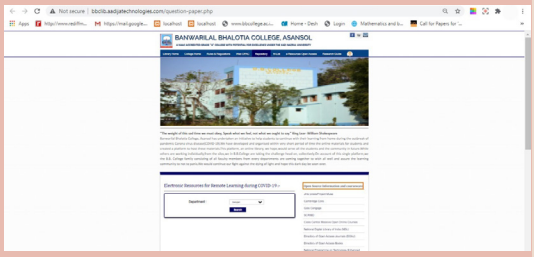

True to its core values and guidelines provided by Dr. Amitava Basu, Principal, B. B. College, website monitoring committee initiated and fulfilled arduous task of reaching out to the students in the time of Covid-19 with the creation of online library of study materials and e-contents. The online library ensures ceaseless learning during pandemic.

B.B. College Organizes Two Day International E-Conference on Sustainable Development

Being committed to fight Covid-19 pandemic in academic realms and pioneer in online teaching & learning process, website monitoring committee under the aegis of IQAC, B.B. College organised two day International e-Conference, e-ConSus 2020 to deliberate on sustainable development from the viewpoints of natural sciences, social sciences and humanities.

Editorial Board

Dr. Amitava Basu, Editor-in-Chief
Principal
B.B.College, Asansol

Dr. Soma Chakraborty
Associate Professor
Department of Bengali
B.B.College

Sri Rajarshi Das
Librarian, Central Library
B. B. College

Dr. Santanu Banerjee
Assistant Professor
Department of English
Kazi Nazrul University

Dr. Arunabha Sengupta
Medical Practitioner and
litterateur

Grass Table

Next Issue : Winter
Colour Theme : White

Send your comments, suggestions and entries at
grasstableofb.b.college@gmail.com

Notes

- The contribution is open to all.
- You may consider sending your write up in not more than 500 words
- Selected languages for submission : Bengali, English and Hindi
- The creative work should convey a Title and the mention of creative genre
- One person may send single entry for one issue.
- The submission needs to be accompanied by a photograph of the contributor and the mention of the affiliated institution
- Grass Table would not send any acknowledgement against any submission.
- The decision of editorial board is final in matters pertaining to publication